|  |
| --- |
| **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য উপখাতের অবদান ২.1 শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় 2 কোটি জন গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালনে নিয়োজিত যাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ নারী। এছাড়া মোট প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৯০ শতাংশ আসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত থেকে। শ্রমঘন ও দ্রুত আয় সৃষ্টিকারী এ খাত দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries & Aquaculture-2022-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়া ইলিশ উৎপাদন হয় এমন ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ১ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ ও এশিয়ায় ৩য় স্থান দখল করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মন্ত্রণালয়ের আইন ও নীতিমালায় বেকার যুবক-যুবতিদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্য চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয় এবং মৎস্যচাষ ও পোল্ট্রি খাতে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়ায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে তা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১)-এ জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে খাদ্য, কর্মের অধিকার, বেকারত্ব দূরীকরণের বিষয়াবলি বিধৃত রয়েছে। সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির যোগান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

Allocation of Business অনুযায়ী আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য ও পশুপুষ্টি এবং কৃত্রিম প্রজনন, দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের রপ্তানি ও মান নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট।

মৎস্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রণীত এ মৎস্য নীতিমালায় বেকার যুবক-যুবতিদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮ ও জাতীয় মৎস্য কৌশল-২০০৬-এর আলোকে ইতোমধ্যে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯, ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালা-২০১১, চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪ এবং প্রশিক্ষণ নীতিমালার আলোকে মৎস্যচাষ ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকাণ্ডে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অগ্রাধিকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের জন্য Strategic Goal ও Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ নীতিমালা-২০০৭-এ প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে−ডেইরি খামার উন্নয়ন ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি, পোল্ট্রি উন্নয়ন, প্রাণিস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা উন্নয়ন, প্রাণিখাদ্য ও ব্যবস্থাপনা, ব্রিড উন্নয়ন, হাইড ও স্কিন, প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ, এ খাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ঋণ ও বীমার সুবিধা সৃষ্টি এবং গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া। এসকল কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা- ২০০৮, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ নীতিমালা-২০১১সহ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নীতিসমূহের আলোকে নানামুখী কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ তথা নারীর সুফলপ্রাপ্তি এবং সুফলভোগী হিসেবে নারীর হিস্যা সুনিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর ৩৬.৩ অনুচ্ছেদে কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু পালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ অনুযায়ী মৎস্য ও গবাদিপশু পালনে নারীদের সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণ, বিনামূল্যে কৃষি, মৎস্য ও গবাদিপশু খাতে উপকরণ সহায়তা এবং এ খাতে ভর্তুকি ও উৎসাহ প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সার্বিকভাবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ ও 8ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী সমাজকে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলা, নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়নে নারীদের হিস্যা নিশ্চিত করা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে নারীদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান ক্ষেত্রসমূহে কাজ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ২০০ | ১52 | 48 | ২৪.০ |
| মৎস্য অধিদপ্তর | 3,000 | 2,504 | 496 | 16.5 |
| প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ৩,৮০৫ | 3,317 | 488 | ১২.৮ |
| মেরিন ফিশারিজ একাডেমি | ২০০ | 185 | 15 | ৭.৫ |
| মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর | ২০০ | ১৮7 | 13 | 6.৫ |
| স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ | ২০০ | 172 | 28 | ১৪.০ |
| **মোট :** | **7,605** | **6,517** | **1,088** | **14.3** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

* মাছ চাষে নিয়োজিত মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮ শতাংশ মহিলা। বর্তমানে মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই নারী;
* মাছ ধরার জাল ও সরঞ্জাম তৈরিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ ৪৫ শতাংশ। মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় 25 শতাংশ নারী। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা ক্রমাগত বাড়ছে এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং
* দেশে প্রায় ১,৫০,০০০টি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার রয়েছে। তাছাড়া বাণিজ্যিকভাবে ১ লক্ষ ছাগল, গরু ও ভেড়া খামার স্থাপন চলছে যা নারীর জীবনমানোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি | মাছচাষ, গাভিপালন, হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, কাঁকড়া চাষ, মৌমাছি চাষ এবং গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি **বিষয়ে ৩,৮৩৭ জন** সুফলভোগী নারী আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া **৯৯৮ জন** সুফলভোগী নারী কারিগরি/ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। একইসাথে সুফলভোগী নারীদের **৩১,৫৬০ জন** প্রকল্পের ঘূর্ণায়মান তহবিল (revolving fund) থেকে ঋণ গ্রহণ করে তারা আইজিএ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। |
| গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ (প্রাণিসম্পদ অংশ) প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯2,000 জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে মহিলা ৩১,২০০ জন (4২.9%)। উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৪৪০৮ জন যার মধ্যে নারী সুফলভোগীর সংখ্যা ৩০,৯৬৭ জন (৯০%)। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে ২৫ জন করে ২০টি এলএফজি (লাইভস্টক ফার্মারস গ্রুপ) গঠনপূর্বক তাদের হাঁস, মুরগি ও ভেড়া পালন বিষয়ে ৩দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভেড়া পালনে ৫০% এবং হাঁস ও মুরগি পালনে ১০০% নারী। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **১.** | **মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর কর্মসংস্থান** | জন (লক্ষ) | 16.53 | **১৬.৫৫** | **১৬.৫৬** |
| **২.** | **গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ** | জন (লক্ষ) | 5.২৫ | 5.৪২ | 5.৫০ |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

**সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে খাস জমি, খাল-বিল, পুকুর, দিঘি লিজ নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ১৪ লক্ষাধিক নারী এ সেক্টরে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কমিটিতে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমে নারী সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন অধিকতর সুসংহত হয়েছে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালনের মতো কার্যক্রমে নারীরা পূর্ব থেকেই নিয়োজিত আছেন। এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মনোনীত খামারির প্রায় ৬০-৯০ শতাংশ নারী। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৮ জন মহিলা ক্যাডেট প্রশিক্ষণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং বর্তমানে মোট** 12 **জন মহিলা ক্যাডেট প্রশিক্ষণরত আছেন। এছাড়া প্রথম ১০টি ব্যাচে ৬০ জন মহিলা ক্যাডেট সফলভাবে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করে কাজে নিয়োজিত আছেন।**

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* **মৎস্যচাষ ও গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নারী-পুরুষ সম্মিলিত প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা;**
* **মৎস্য ও পোল্ট্রি খাতে মহিলা সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব;**
* **মৎস্য ও পোল্ট্রিখাতে নারীর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ না থাকা;**
* **নারীবান্ধব উন্নয়ন নীতির অপর্যাপ্ততা ও বিদ্যমান নীতি প্রয়োগে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব;** এবং
* **মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য হতদরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা ও বেকার নারীদেরকে প্রণোদনা প্রদান ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।**

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* **মৎস্য চাষ ও গবাদি পশুপালনে নারীদের সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণ;**
* **বিনামূল্যে মৎস্যচাষ ও গবাদি পশুপালনে উপকরণ সহায়তা প্রদান;**
* **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ভর্তুকি এবং উৎসাহ প্রদান;**
* **প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলা;**
* **শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-ঋণ সহায়তাসহ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;**
* **নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;**
* **সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অবদান রাখতে বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং**
* **মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়নে নারীদের হিস্যা নিশ্চিত করা।**